মিরপুরে বাসায় ঢুকে চাঁদা আদায়, ছাত্রদল-যুবদলের ৪ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

ছাত্রদল ও যুবদলের ৪ নেতা-কর্মী: সংগৃহীত ছবি

রাজধানীর মিরপুরের পশ্চিম মণিপুর এলাকায় একটি বাসায় ঢুকে জোরপূর্বক পাঁচ লাখ টাকা আদায়ের অভিযোগে ছাত্রদল ও যুবদলের চার নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা জানান, রোববার (৬ জুলাই) রাত ১০টার দিকে ১০-১৫ জনের একটি দল মিরপুরের পশ্চিম মণিপুর এলাকায় সিরাজুল ইসলাম (৫৬) নামে এক ব্যক্তির বাসায় ঢুকে পড়ে। নিজেদের ছাত্রদল ও যুবদলের নেতা পরিচয় দিয়ে তারা সিরাজুলকে ভয়ভীতি দেখিয়ে ২০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে।

ঘটনার বর্ণনায় সিরাজুলের স্ত্রী জাহানারা ইসলাম বলেন, “তারা আমাদের বলে, ‘তুই আওয়ামী লীগ করিস, ফ্যাসিস্ট সরকারের লোক, তোকে পুলিশে ধরিয়ে দেব। বাঁচতে হলে ২০ লাখ টাকা দে।’” এরপর রাতভর হুমকি, ভয়ভীতি ও শারীরিকভাবে জিম্মি করে রাখে তারা।

প্রাণভয়ে সিরাজুল ও তার স্ত্রী তাদের কাছে থাকা ২০ হাজার টাকা দিয়ে দেন। পরে ঋণ নিয়ে তিন লাখ টাকা, মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে আরও ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা তুলে দেয় পরিবার। মোট পাঁচ লাখ টাকা আদায়ের পর রাত ৩টার দিকে চাঁদাবাজ দলের সদস্যরা চলে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ ও র‍্যাব অভিযান চালায়।

মিরপুর মডেল থানার ওসি মো. সাজ্জাদ রোমান জানান, সরকারি নম্বরে ফোন পেয়ে তাৎক্ষণিক অভিযান চালিয়ে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ১৬ হাজার টাকা এবং একটি মোটরসাইকেল। বাকিরা টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছে।

গ্রেপ্তার চারজন হলেন—মিরপুর থানা ছাত্রদলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক মো. আতিকুর রহমান ওরফে মিন্টু (৩৫), যুগ্ম আহ্বায়ক তাবিত আহমেদ আনোয়ার ওরফে তাবিত (৩৫), যুবদল কর্মী মো. রতন মিয়া (৩৪) এবং ছাত্রদল কর্মী মো. ইসমাইল হোসেন (২৪)।

সোমবার (৭ জুলাই) সকালে সিরাজুল ইসলামের স্ত্রী জাহানারা ইসলাম বাদী হয়ে ১২ জনকে আসামি করে মিরপুর মডেল থানায় একটি চাঁদাবাজির মামলা করেন। বিকেলে গ্রেপ্তার চার আসামিকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতে হাজির করা হলে আদালত তাদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

পুলিশ জানিয়েছে, পলাতক আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।